

মাধ্যমিক বাংলা সাজেশন

সিরাজদৌলা

শচীন সেনগুপ্ত

দশম শ্রেণি (WBBSE)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তরের PDF

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো:-

প্রশ্নমান - ৪

১. সিরাজদৌলার প্রতি জাফর আলি খাঁ, মোহনলাল, মীরমদনের ব্যবহার সম্পর্ক একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তর:- শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজউদৌলা'র দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি আমাদের পার্থ্য নাটক হিসেবে গৃহীত। এই অংশে দেখা যায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের অসহায়তা। এই যেন ট্রাজিক নায়কের করুণ পরিণতি। জাফর আলি খাঁ নবাব সিরাজউদৌলা'র একজন মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সিরাজউদৌলা বাংলার নবাব হওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি হয়েও সিরাজউদৌলার বিপক্ষেই কাজ করেছেন। ইংরেজদের সাথে মীর জাফরের পূর্বেই এই মর্মে একটি চুক্তি ছিল যে, যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হলে মীর জাফর হবেন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব।

মোহনলাল নবাবের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি। শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সিরাজ তাঁকে দেওয়ানখানার পেশকার বানিয়েছিলেন। পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ বন্ধ করতে চাননি। ক্লাইভের আদেশে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

মীরমদন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌলার অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি পলাশির যুদ্ধে নিজ সৈন্যদল সহকারে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজ পক্ষের গুলির আঘাতে পলাশির প্রান্তরে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. "আছে শুধু প্রতিহিংসা।" --- মন্তব্যটি কার? কী কারণে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছিল?

উত্তর:- শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদৌলা' নাট্যাংশে প্রমোদিত মন্তব্যটি করেছেন ঘসেটি বেগম।

আলীবর্দীর নিজের কোনো পুত্র না থাকায় তৃতীয় মেয়ের পুত্র সিরাজদৌলাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। সেই মতো আলীবর্দীর মৃত্যুর পরে সিরাজ বাংলার মসনদে বসেন। কিন্তু এই ঘটনায় সর্বাপেক্ষা বিরূপ হয়েছিলেন ঘসেটি। তিনি আরেক বোনের পুত্র পূর্ণিমার শাসনকর্তা শওকতজঙ্গকে বাংলার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ফলে সিরাজ ঘসেটিকে নিজ প্রাসাদে বন্দি করেন। সিরাজ তাঁকে গৃহহারা করেছে, তাঁর সর্বস্ব লুট করেছে, তাঁকে দাসী করে রেখেছে। তখন ঘসেটি পরিণত হন সিরাজের প্রত্যক্ষ বিরোধীতে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঘসেটি বলেন যে তাঁর রাজ্য নেই, রাজনীতি নেই, আছে শুধু প্রতিহিংসা। বন্দিবী ঘসেটির প্রতিহিংসার এই ছিল মূল কারণ।

৩. "আজ কার রক্ত সে চায়। পলাশি, রাফসী পলাশি।" --- কার লেখা নাটকের সংলাপ? নাট্যাংশের সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

উত্তর:- প্রমোদিত সংলাপটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদৌলা' নাট্যাংশের।

অ্যারিস্টটল নাটকের যে ছয়টি উপাদানের কথা বলেছেন তার মধ্যে চতুর্থ উপাদান হল সংলাপ। নাট্যকাহিনীর সার্থক রূপায়নে সংলাপের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। 'সিরাজদৌলা' নাটকের সূচনা সিরাজ ও ওয়াটসের সংলাপ দিয়ে। ওয়াটস ইংরেজ চরিত্র। তাই তাঁর সংলাপ ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছে। তিনি যে বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অল্পমাত্রা দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত। এই ত্রুটিযুক্ত ভাষা একজন ইংরেজ চরিত্রের পক্ষে সুপ্রযুক্ত হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে মঁসিয়ে লা পুরোপুরিই ইংরেজিতে কথা বলেছেন। না হলে তাঁর চরিত্রটি বাস্তবতা হারাতে পারত। নাট্যদৃশ্যে সিরাজের সংলাপগুলি সন্মতসুলভ গান্ধীর্ষ এবং ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহী। অন্যদিকে মীরজাফর ও ঘসেটি বেগমের সঙ্গে কথোপকথনে সিরাজ চরিত্রের অন্তর্দর্শন ও ক্ষোভ ধরা পড়েছে। অপ্রধান চরিত্রগুলিও উপযুক্ত সংলাপের গুণে স্বমহিমায় ভাস্বর। ঐতিহাসিক নাটকের গান্ধীর্ষ বজায় রাখতে গিয়ে নাট্যকার সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন।

.....

৪. "তোমাদের কাছে আমি লজ্জিত।" --- কে লজ্জিত? সে কেন লজ্জিত তা বুঝিয়ে দাও।

উত্তর:- নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'সিরাজদৌল্লা' নাটকে সিরাজদৌল্লা ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা সহ সমস্ত ফরাসিদের কাছে লজ্জিত ।
ফরাসিরা দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বানিজ্য করেছে । তাদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল চন্দননগর । কিন্তু নির্ভুর ও অত্যাচারী ইংরেজরা নবাবের সম্মতি না নিয়ে নবাবের রাজ্যের মধ্যে থাকা চন্দননগর আক্রমণ করে এবং সমস্ত ফরাসি বানিজ্যকুঠি ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে । ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা এই আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন । কিন্তু দীর্ঘদিন বিভিন্ন যুদ্ধের ফলে নবাবের লোকবল ও অর্থবল এতই কমে গিয়েছিল যে ফরাসিদের হয়ে ইংরেজকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না । তাই এই অক্ষমতার জন্য মঁসিয়ে লা-র কাছে নবাব সিরাজদৌল্লা ক্ষমা প্রার্থনা ও লজ্জা প্রকাশ করেছেন ।

৫. "আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো ।" --- বক্তা কে ? কাদের তিনি একথা বলেছেন ? কোন অক্ষমতার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন ?

উত্তর:- নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের প্রমোদিত সংলাপটির বক্তা হলেন নবাব সিরাজদৌল্লা ।

ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা সহ সমস্ত ফরাসিদের উদ্দেশ্যে সিরাজদৌল্লা একথা বলেছেন ।
ফরাসিরা দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বানিজ্য করেছে । তাদের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল চন্দননগর । কিন্তু নির্ভুর ও অত্যাচারী ইংরেজরা নবাবের সম্মতি না নিয়ে নবাবের রাজ্যের মধ্যে থাকা চন্দননগর আক্রমণ করে এবং সমস্ত ফরাসি বানিজ্যকুঠি ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে । ফরাসি প্রতিনিধি মঁসিয়ে লা এই আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন । কিন্তু দীর্ঘদিন বিভিন্ন যুদ্ধের ফলে নবাবের লোকবল ও অর্থবল এতই কমে গিয়েছিল যে ফরাসিদের হয়ে ইংরেজকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না । এই অক্ষমতার কথা সিরাজদৌল্লা ব্যক্ত করেছেন ---
"আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো ।"

৬. 'সিরাজদৌল্লা' নাট্যাংশ অবলম্বনে সিরাজের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো ।

উত্তর:- নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'সিরাজদৌল্লা' নাটকের সিরাজ এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব । তাঁর চরিত্রের যে গুণগুলি আমাদের আকর্ষণ করে , সেগুলি হল ---

ক) দেশাত্মবোধ:- সিরাজ তাঁর নিজের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে কখনোই ব্যক্তিগত আলোকে দেখেননি । বরং বাংলার বিপর্যয়ের দৃষ্টান্তই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে ওঠেছে । বাংলাকে বিদেশি শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি শত্রুর সঙ্গে সন্ধিতেও পিছপা হননি ।

খ) সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত ও জাতীয়তাবাদ:- সিরাজ বুঝেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রতিরোধই বাংলাকে ব্রিটিশের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে পারে । সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত এই জাতীয়তাবাদই সিরাজকে ইতিহাসের নায়ক করেছে ।

গ) উদার ও আর্দশবাদী:- সিরাজের চরিত্রের মধ্যে উদারতা ও আর্দর্শের এক সমন্বয় ছিল । মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত শত্রুতাকে তিনি ভুলে যেতে পেরেছেন । এমনকি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের পর নিজের বিচারের মুখোমুখি হতে বা সিংহাসন ছেড়ে দিতেও রাজি ছিলেন ।

ঘ) দুর্বল মানসিকতা:- সিরাজ তাঁর শত্রুদের চক্রান্ত বুঝতে পারলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি । তেমনি ঘসেটি বেগমের অভিযোগেরও তিনি প্রতিবাদ করতে পারেন না । বরং নিজের দুর্বলতা নিজে মুখেই স্বীকার করে নেন ।

ঙ) যন্ত্রণাদীর্ণ:- আর্দর্শের আগে অবশ্য আর এক সিরাজকে পাওয়া যায় যিনি সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত , রক্তাক্ত । আর্দর্শের বলিষ্ঠতা আর ব্যক্তিগত যন্ত্রণার দ্বন্দ্বে তিনি দীর্ণ হয়েছেন ।

৭. "আপনাদের কাছে এই ভিক্ষা যে, আমাকে শুধু এই আশ্রয় দিন ।" --- বক্তা কে ? তিনি কোন আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন ?

উত্তর:- নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'সিরাজদৌল্লা' নাট্যাংশের প্রমোদিত সংলাপটির বক্তা হলেন নবাব সিরাজদৌল্লা ।

নবাবের সভাসদ জগৎশেঠ , রাজবল্লভ , দুর্লভ রায় , মীরজাফর প্রমুখ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁকে বাংলা মসনদ থেকে উৎখাত করতে চাইছিলেন । এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় মীরজাফরকে লেখা ওয়াটসের একটি চিঠি যখন নবাবের হাতে আসে । তবুও নবাব তাঁদের শাস্তি বিধান না করে সৌহার্দ্যের ডাক দেন । মীরজাফরদের

চক্রান্ত যেমন অন্যায় , তেমন তাঁর নিজের বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ আছে । নবাব বুঝছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশীয় শক্তিকে একত্রিত করতে গেলে মীরজাফরদের সহায়তা প্রয়োজন । আর এজন্যই বাংলাকে ইংরেজদের হাত থেকে বাঁচাতে সিরাজ তাঁর সভাসদদের কাছ থেকে সৌহার্দ ও সহযোগিতার আশ্বাস চেয়েছেন । তাঁর অনুরোধ তাঁরা যেন এই দুর্দিনে তাঁকে ছেড়ে না যান । বহিষ্কৃত হাত থেকে বাঁচতে ন্যায়-অন্যায় ভুলে সকলের মধ্যে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সহৃদয়তার বীজ বপন করতে চেয়েছেন । নবাব এই আশ্বাস ভিক্ষা চেয়েছেন ।

.....

৮. সিরাজদৌল্লা' নাট্যাংশ অবলম্বনে লুৎফা চরিত্রের বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করো ।

উত্তর:- নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'সিরাজদৌল্লা' নাট্যাংশে যে দুটি নারী চরিত্র আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সিরাজ পত্নী লুৎফা । নাট্যাংশে সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে লুৎফা এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ দিক গুলি পরিস্ফুট হয়েছে , সেগুলি হল ---

ক) সরলতা:- সভাসদদের সঙ্গে মানসিক সংঘর্ষে সিরাজ যখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত তখন লুৎফার আবির্ভাব ঘটে । নবাবের বেগম হয়েও সহজসরল লুৎফা রাজনীতির বৃত্তে না ঢুকে সাংসারিক বৃত্তেই আবর্তিত হয়েছে । ঘসেটির ভৎসনা সত্ত্বেও লুৎফা তাঁর উদ্দেশ্যে একটা কটু কথা উচ্চারণ করেননি ।

খ) যোগ্য সঙ্গিনী:- স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ , তাই স্বামীর বিপদের বিষয়ে সে উদবিগ্না । বিভিন্ন সময়ে তিনি স্বামীর পাশে থেকে কাজে সাহায্য করেছেন । স্বল্প রাজস্বকালে নানান সমস্যায় দীর্ঘ সিরাজকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে যোগ্য সঙ্গিনীর পরিচয় দিয়েছেন ।

গ) সহমর্মিতা:- নাটকে কোমল-হৃদয়ের লুৎফা নবাবের চোখে জল দেখে বেদনার্ত হয়ে ওঠেন । নবাবের অমঙ্গল চিন্তায় লুৎফা আতঙ্কিত । লুৎফার কাছে রাজনীতি নয় , প্রাধান্য পেয়েছে স্বামীর কল্যাণ । ঘসেটিকে মা বলে সম্মান করেছেন কিন্তু মায়ের স্নেহের পরিবর্তে যখন প্রতিহিংসার কথা শুনেছেন তখন ঘসেটির উপস্থিতি তাঁর কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে । লুৎফা হলেন সেই নারী যিনি ড্রাজিক নায়কের পাশে থেকে তাকে ভালোবাসা-সেবা-সাহস ও আস্থা জুগিয়েছেন ।

ঘ) সাধারণ নারীচরিত্র:- মহিষী হয়েও লুৎফার মধ্যে বেগমসুলভ কোনো অহংকার নেই । তাই তিনি পলাশির আসন্ন যুদ্ধের কথা শুনে বিচলিত হয়ে ওঠেন । সাধারণ নারীর মতোই তিনি স্বামী সিরাজ আসন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হোক তা চান না ।

.....

৯. "জাতির সৌভাগ্যসূর্য আজ অস্তাচলগামী" --- বক্তার এমন মন্তব্যের কারণ 'সিরাজদৌল্লা' নাট্যাংশের কাহিনিসূত্র অবলম্বনে আলোচনা করো ।

উত্তর:- নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রচিত 'সিরাজদৌল্লা' নাট্যাংশের প্রমোদিত মন্তব্যটির বক্তা হলেন নবাব সিরাজদৌল্লা । তিনি তাঁর রাজদরবারের বিশিষ্ট কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন । আলিবর্দির মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসেন তাঁর দৌহিত্র সিরাজদৌল্লা । সিংহাসন আরোহণের পরই নানা কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সিরাজের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে । ইংরেজরা বিনা শুল্কে ব্যবসাবাগিন্জ্য শুরু করে । নবাবের আদেশ উপেক্ষা করে কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ করতে থাকে । সিরাজের সিংহাসন আরও সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে নিজের মাসি ঘসেটিবেগম , প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও কিছু রাজকর্মচারীর ষড়যন্ত্রে । বাংলার এই ঘোর দুর্দিনে সিরাজ সকলের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখেন । সেই বক্তব্যে বাংলাকে ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা করার করুণ আবেদন ধ্বনিত হয় । যেভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ক্ষমতা বিস্তার করছে তাতে করে বাংলা তার স্বাধীনতা হারাবে । সিরাজ জানিয়েছে --- "বাঙালি জাতির সৌভাগ্যসূর্য আজ অস্তাচলগামী ।"

তাঁর এই উক্তির মধ্যে দিয়ে গভীর বেদনাবোধ ধরা পড়েছে । বাংলার প্রতি তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসার প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য উক্তিটির মধ্যে দিয়ে ।

১০. "মুন্সিজি, এই পত্রের মর্ম সভাসদদের বুঝিয়ে দিন ।" — কে, কাকে পত্র লিখেছিলেন ? এই পত্রে কী লেখা ছিল ?

উত্তর: উদ্ধৃত অংশটি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা "সিরাজদৌল্লা" নাটকের অংশ ।

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন পত্র লিখেছিলেন সিরাজের দরবারে থাকা কোম্পানির নিয়োজিত প্রতিনিধি ওয়াটস কে ।

উল্লেখিত সেই পত্রে বাংলার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ ছিল। সমগ্র পত্রটি পড়া হয়নি শেষের অংশটুকু পড়া হয় যাতে উল্লেখ ছিল "কর্নেল ক্লাইভ যে সৈন্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা দ্রুত কলকাতা পৌঁছাবে। আমি আর একটা জাহাজ মাদ্রাজে পাঠাইয়া খবর দিব বাংলায়, আরও জাহাজ ও সৈন্য আবশ্যিক। আমি এমন আগুন জালাইবো যা সমগ্র গঙ্গার জল দিয়েও নেভানো যাইবে না।" নবাবের প্রতি এহেন অমর্যাদা প্রদর্শন ও চক্রান্ত স্বভাবতই সিরাজের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তিনি আরো জানতে পারেন যে, ওয়াটস তাঁরই সভায় স্থান পেয়ে সভাসদ ও আল্লীয়স্বজনের কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের নবাব বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছেন। তারা নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য রাতের আঁধারে অস্ত্রে শান দিচ্ছে। কোম্পানির এহেন কূটক্রী কার্যকলাপে বিরক্ত ও ফ্রুদ্ধ হয়েই নবাব সিরাজ ওয়াটসকে বলেছিলেন – "কিন্তু ভদ্রতার অযোগ্য তোমরা।" এইভাবেই পত্রের মাধ্যমে ইংরেজদের কূটক্রী মনোভাব ধরা পড়েছে।

.....

